দর্শনা-গেদে চেকপোস্ট তিন দিন বন্ধ থাকার পর উন্মুক্ত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের কারণে দর্শনা আন্তর্জাতিক গেদে চেকপোস্ট তিন দিন বন্ধ থাকার পর আজ বৃহস্পতিবার পুনরায় চালু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টায় জেলার দর্শনা জয়নগর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রী চলাচল শুরু হয়।

গত সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকাল থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছিল। গত বুধবার (২৯ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ ছিল। তবে এই সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকরা স্বদেশে ফিরে যেতে পেরেছেন এবং অতি জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে যেতে পারবে বলেও নিষেধাজ্ঞার প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

দর্শনা জয়নগর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ইনচার্জ এসআই তুহিন বলেন, “ভারতের নদিয়া জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ড. শ্রীকান্ত পল্লীর প্রজ্ঞাপনের আদেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চেকপোস্টের কার্যক্রম আবার স্বাভাবিক হয়েছে।”

তবে আগামী ৬ এপ্রিল বাংলাদেশিদের জন্য টুরিস্ট ভিসা চালু হবে বলে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন।

মুজিবনগরগামী যাত্রীবাহী বাসের দামুড়হুদায় দুর্ঘটনা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা একটি দোকানে ঢুকে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) ভোরে কুয়াকাটা থেকে মুজিবনগরগামী নিউ মডার্ন পরিবহনের একটি বাস দামুড়হুদার জয়রামপুর কাঁঠালতলা এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায়। একপর্যায়ে বাসটি সড়কের পাশে থাকা একটি দোকানে গিয়ে আঘাত হানে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনার সময় বাসে থাকা সব যাত্রী অক্ষত রয়েছেন, যা বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। তবে দোকানটির কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটির হেলপার গাড়ি চালাচ্ছিলেন, যা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গায় ডিএনসির অভিযানে ৮ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বুধবার পরিচালিত এ অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামের মোঃ বিশারত আলী (৩৮) ও নওদাবন্ডবিল গ্রামের মোঃ কলম (৫০) মাদক সেবনের অপরাধে প্রত্যেকে ১ মাসের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা করে জরিমানা পান।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গোহাট সংলগ্ন ফকিরপাড়ার মোঃ নুর আলমের (৩২) কাছ থেকে ১ পিস ইয়াবা উদ্ধার হওয়ায় তাকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

গোপীনাথপুর গ্রামের মোঃ ফিরোজের (৩০) কাছ থেকে ৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার হওয়ায় তাকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

বলরামপুর গ্রামের মোঃ সোহাগ হোসেনের (৩৩) কাছ থেকে ২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং মোহাম্মদপুর গ্রামের মোঃ সোহাগ ইসলামের (২১)কাছ থেকে ১ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার হওয়ায় উভয়কে একই সাজা প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পামপাড়া স্কুলপাড়ার মোঃ আশাদুল হকের
(৫০) কাছ থেকে ১ পিস বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার হওয়ায় তাকে ৩ মাসের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

একই উপজেলার সুমিরদিয়া কলোনিপাড়ার মোঃ তুহিনের (২৫) কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হওয়ায় তাকে ৭ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল শামীম ও এস এম আশিস মোমতাজ।

অভিযান শেষে তারা জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সমাজ থেকে মাদক নির্মূলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

আলমডাঙ্গায় দুধ বিক্রেতাদের হাহাকার: মিষ্টির দোকান দ্রুত বন্ধে বিপাকে খামারিরা

সারা দেশে সরকার ঘোষিত নতুন সময়সূচি অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে মিষ্টির দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশনায় চরম বিপাকে পড়েছেন প্রান্তিক দুধ বিক্রেতা ও ডেইরি খামারিরা।

মিষ্টির দোকানগুলো দুধের প্রধান ক্রেতা হওয়ায় ব্যবসার সময় কমে যাওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার দুধ অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে।

এতে করে সংশ্লিষ্ট খাতের মানুষজন পড়েছেন চরম আর্থিক সংকটে।

সরেজমিনে দেখা যায়, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় সাধারণ হোটেল বা রেস্তোরাঁগুলো দীর্ঘসময় খোলা রাখার অনুমতি পেলেও মিষ্টির দোকানের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। সাধারণত বিকেলের পর খামারিরা দুধ সংগ্রহ করে মিষ্টির দোকানে সরবরাহ করেন। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খামারিরা সময়মতো দুধ পৌঁছে দিতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে দোকানদাররা আগেভাগেই দুধ কেনা বন্ধ করে দিচ্ছেন, ফলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পচনশীল এ পণ্যটি।

ভুক্তভোগী এক খামারি বলেন, “গরুর দুধ বিকেলে সংগ্রহ করা হয়। বাজারে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। মিষ্টির দোকান ৭টার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলে আমরা এই দুধ কোথায় বিক্রি করব? হোটেলগুলো খোলা থাকলে মিষ্টির দোকান কেন বন্ধ থাকবে?”

আলমডাঙ্গার মিঠাই বাড়ি, মিঠাই মেলা, কুটুম বাড়ি, হারান মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, চন্দনা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারসহ বেশ কয়েকটি মিষ্টির দোকানের ব্যবসায়ীরা জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দোকান বন্ধ করতে হওয়ায় গরমের মধ্যে দুধ কিনে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

খামারি ও বিক্রেতাদের দাবি, মিষ্টির দোকানগুলোকে সাধারণ হোটেলের মতো অন্তত রাত সাড়ে ৮টা বা তার বেশি সময় পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হোক। এতে দুধের অপচয় কমবে এবং শতাধিক খামারি ও প্রান্তিক উৎপাদক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত নীতিমালা পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ১৯০ কোটি টাকা

মুনাফা অর্জন

এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম ২য় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেকর্ড ১৯০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে, যা প্রায় নয় দশকের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বিদেশি মদ আমদানিতে কঠোর বিধিনিষেধ ও চড়া মুনাফার সুবাদে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এই ডিস্টিলারিটি দারুণ সাফল্য পেয়েছে, যা কোম্পানিটির মুনাফা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

লোকসানি চিনি ইউনিটের ৬২ কোটি টাকা লোকসান সমন্বয় করার পরও কেরুর সমন্বিত নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১২৮ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৫২ শতাংশ বেশি। শুধু ডিস্টিলারি ইউনিট থেকেই মুনাফা গত অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ৩২ শতাংশ বেড়েছে। এ থেকেই স্পষ্ট, মদের ব্যবসাই এখন কোম্পানিটির মূল আর্থিক চালিকাশক্তি।

তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ডিস্টিলারিটির মোট আয় ৩ শতাংশ কমে ৪৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত গত বছরের জুলাই-আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে উৎপাদন ও মদের ব্যবহার কমে যায়।

তা সত্ত্বেও এই পরিসংখ্যান গত দুই বছরের কাছাকাছি। কোম্পানিটির আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরসহ টানা তিন বছর ধরে ডিস্টিলারি ইউনিটটি ধারাবাহিকভাবে ৪০০ কোটি টাকার বেশি মোট রাজস্ব ও ১০০ কোটি টাকার বেশি নিট মুনাফা অর্জন করেছে। এই ইউনিটে প্রায় বারো ধরনের মদ উৎপাদন হয়।

মুনাফার পাশাপাশি রাজস্ব বৃদ্ধির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৯ অর্থবছর থেকে শুরু করে গত সাত বছরে প্রতিবারই মুনাফার ক্ষেত্রে আগের বছরকে ছাড়িয়ে গেছে কেরু। ডিস্টিলারি ইউনিটের নিট মুনাফার হার ৪৩ শতাংশ। অন্যদিকে চিনির ব্যবসা এখনও অলাভজনক রয়ে গেছে।

নিট মুনাফার মার্জিন একটি কোম্পানির লাভজনকতা নির্দেশ করে। সব খরচ বাদ দেওয়ার পর মোট রাজস্বের কত শতাংশ মুনাফা হিসেবে থাকে, তা-ই উঠে আসে নিট মুনাফায়। নিট মুনাফার হার বেশি হলে সেটি কোম্পানির দক্ষতা ও আর্থিক সক্ষমতার পরিচায়ক। এর অর্থ, কোম্পানি তাদের বিক্রি থেকে বেশি আয় ধরে রাখতে পারছে।

১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ও ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ করা কেরু অ্যান্ড কো (বাংলাদেশ) মূলত একটি চিনিকল পরিচালনা করে। এর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি দর্শনায় অবস্থিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিস্টিলারিতে চিনির উপজাত ঝোলাগুড় থেকে স্থানীয়ভাবে অ্যালকোহল তৈরি করে।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি আখ থেকে চিনি তৈরির পর অবশিষ্টাংশ বা ছোবড়া থেকে জৈব-সার উৎপাদন করে। কোম্পানিটির বাণিজ্যিক খামার ও একটি ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিটও রয়েছে।

কেরুর কর্মকর্তারা জানান, ২০২১ সালে সরকার বিদেশি মদ আমদানিতে বিধিনিষেধ কঠোর করার পর থেকে কেরু ব্র্যান্ডের মদের চাহিদা বেড়েছে। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে কেরুকে তার সক্ষমতা ও উৎপাদন দুটিই বাড়াতে হয়েছে।

কেরুর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, ‘কোম্পানির ইতিহাসে ডিস্টিলারি ইউনিট থেকে এত বেশি মুনাফা আর কখনও হয়নি। বিদেশি মদ আমদানিতে কঠোর বিধিনিষেধের কারণে দেশে উৎপাদিত কেরু ব্র্যান্ডের মদের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘শুধু ডিস্টিলারি ইউনিটই নয়, কেরুর অন্যান্য ব্যবসায়িক বিভাগ—খামার, জৈবসার ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইউনিটগুলোও এ বছর ইতিহাসে সর্বোচ্চ মুনাফা করেছে।’

অধিক মুনাফা সত্ত্বেও বিক্রি কমে যাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, গত বছর রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বিক্রি কিছুটা কমে গিয়েছিল। তবে বছরের শেষের দিকে তা আবার বাড়ে, যা মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

রাব্বিক আরও বলেন, ‘কারখানার অভ্যন্তরীণ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ডিস্টিলারি ইউনিটের বকেয়া পাওনা আদায়ের মতো বেশ কিছু উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা মুনাফার প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পেরেছি। এছাড়া গত বছর আমরা মদের দামও বাড়িয়েছি।’

চিনি ইউনিটের জন্য ১০২ কোটি টাকার বিএমআরই প্রকল্প

মদ থেকে বিপুল মুনাফা এলেও কেরুর চিনি উৎপাদন কার্যক্রম কেরুর আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬২ কোটি টাকা লোকসানের ফলে এর মোট পুঞ্জীভূত

লোকসানের পরিমাণ ৯৩১ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

কেরুর সুযোগ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান, যোগদানের পর থেকে চিনিকলটির সব বিভাগ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।চিনি বাদে সব বিভাগে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপ নিয়েছে।তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী চিনি উৎপাদন করতে পারছি না। ফলে আখ মাড়াই করে উৎপাদিত চিনিতে বড় ধরনের লোকসান হচ্ছে। এর সঙ্গে ঋণের উচ্চ সুদ চিনি ইউনিটের লোকসানকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।’

চিনি ইউনিটকে পুনরুজ্জীবিত করতে কেরু ১০২ কোটি টাকা ব্যয়ে এর আধুনিকায়নের কাজ করছে। এর মধ্যে ৯২ কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে ও ১০ কোটি টাকা কোম্পানির নিজস্ব তহবিল থেকে আসছে।

বিএমআরই (ব্যালেন্সিং, মডার্নাইজেশন, রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড এক্সপ্যানশন) প্রকল্পটি ২০১২ সালে দুই বছর মেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে শুরু হলেও বারবার বিলম্বের শিকার হয়েছে এবং ১৩ বছর পরেও পরীক্ষামূলক উৎপাদন শেষ করতে পারেনি। সম্প্রতি আখ মাড়াই মৌসুম সময়ের আগেই শেষ হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষামূলক উৎপাদন ব্যর্থ হয়। এরপর প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত করা হয়েছে।

এই বিনিয়োগ চিনি ইউনিটকে লাভজনক করতে পারবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে রাব্বিক হাসান বলেন, ‘সরকার আধুনিকায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এটি শেষ হলে আগামী বছর নতুন প্রকল্পটি চালু হবে। তখনই কেবল বলা সম্ভব হবে এটি আসলেই লাভজনক হবে কি না।’

চুয়াডাঙ্গায় ভাড়া বাসা থেকে যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার শেখ পাড়া থেকে যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মুমতাহেনা অহনা (২২) নামের ওই তরুণী চুয়াডাঙ্গা শেখ পাড়াতে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।

এলাকায় জানাজানি ও চাঞ্চল্য সৃস্টি হলে বুধবার সাড়ে ৩টার দিকে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধারের কাজ শুরু করে। ভাড়া বাড়িতে একায় থাকতেন তিনি।

নিহত মুমতাহেনা অহনা গোপালগঞ্জ জেলা সদরের বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা সমবায় নিউ মার্কেট এলাকায় অবস্থিত ‘রংধনু গিফট গার্ডেন’এ ব্র্যান্ড প্রমোটার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছেছে এবং মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

রংধনু গিফট গার্ডেনের স্বত্বাধিকারী মিজানুর রহমান জুয়েল বলেন, মুমতাহা অহনা টেকমো এন্টারপ্রাইজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অধিনে চাকরি করছেন।

আমার দোকানের ব্র্যান্ড প্রোমোটার ছিলেন। আজ সকালে দোকানে না আসায় মোবাইলফোনে অসংখ্য কল করা হলেও কোন সাড়া পাইনি। দুপুরে জানতে পারি শেখপাড়াস্থ বাড়া বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রায় বছর খানেক যাবত আমার দোকানে কর্মরত ছিল। গত কয়েকদিন আগেই শেখপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে উঠে। তিনি ডিভোর্সি ছিলেন। পারিবারিক কারণে হয়তো আত্মহত্যা করতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাড়ির মালিক বলেন, এক শিশু ঝুলন্ত অবস্থায় দেখার পর আমাদেরকে জানায়। পরে আমরাও জানালা দিয়ে দেখি ঝুলন্ত অবস্থায়। পরে সদর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার কাজ চালাই।

আলমডাঙ্গার অনুপনগরে ক্লাস

ফাঁকি দিয়ে ঘুম, সমালোচনায় প্রধান শিক্ষক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার অনুপনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের বিরুদ্ধে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অফিস কক্ষে ঘুমানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল চলাকালীন সময়ে তাঁর ঘুমানোর কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রধান শিক্ষক নিয়মিতভাবে ক্লাস না নিয়ে অফিস কক্ষে সময় কাটান। কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের ক্লাস বন্ধ রেখে তিনি ঘুমান বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করলে তাদের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।মঙ্গলবারও তাঁকে অফিস কক্ষে চেয়ারে বসে ঘুমাতে দেখা যায়। সেই সময়ের ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।

এদিকে, এর আগেও ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মারধরের অভিযোগ রয়েছে। অভিভাবকদের দাবি, গত ১১ এপ্রিল ক্লাস চলাকালে তেলাপোকা দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করায় কয়েকজন ছাত্রীকে মারধর করেন তিনি। এতে অন্তত আটজন ছাত্রী আহত হয়। পরে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে সেদিন রাতেই অভিভাবকেরা স্কুল প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানান। তবে এখন পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, প্রধান শিক্ষক শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় মাঝে মাঝে অফিস কক্ষে বিশ্রাম নেন। তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি।

অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক উগ্র মেজাজের এবং প্রায়ই শিক্ষার্থীদের মারধর করেন। তিনি নিয়মিত দেরিতে স্কুলে আসেন এবং অনেক সময় ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই চলে যান। সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গেও

তাঁর সম্পর্ক ভালো নয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের বক্তব্য জানতে চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
অভিযোগগুলো তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা।

আদালতের নির্দেশে আলমডাঙ্গার চার ইউপি চেয়ারম্যান স্বপদে পুনর্বহাল

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার চারটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়।

গত ২২ এপ্রিল জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে বিষয়টি জানানো হয়। পুনর্বহাল হওয়া চেয়ারম্যানরা হলেন চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের হাসানুজ্জামান সরোয়ার, খাদেমপুর ইউনিয়ন পরিষদের মোজাহিদুর রহমান জোয়াদ্দার, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের তরিকুল ইসলাম এবং খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের তাফসির আহম্মেদ মল্লিক লাল।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট রিটের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বে জারি করা প্রশাসক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়েছে।

এর আগে চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতির কারণে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সচল রাখতে ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক আদেশে চারটি ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা,

পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং আইসিটি কর্মকর্তাকে যথাক্রমে ডাউকি, খাদেমপুর, চিৎলা ও খাসকররা ইউনিয়নে পূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

পরে এ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ চেয়ারম্যানরা হাইকোর্ট বিভাগে পৃথক রিট পিটিশন দায়ের করেন। শুনানি শেষে ২০২৬ সালের ১২ মার্চ আদালত ওই আদেশের কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন এবং চেয়ারম্যানদের স্বপদে বহাল রেখে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন।

পুনর্বহালের পর চেয়ারম্যানরা বলেন, আদালতের নির্দেশনার প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করবেন এবং জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার বলেন, আদালতের নির্দেশনা এবং বিভাগীয় কমিশনারের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানদের পুনর্বহালের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

দেশের ঐতিহ্যবাহী ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার।

মঙ্গলবার দুপুরে তিনি কেরু অ্যান্ড কোম্পানির অতিথি ভবনে পৌঁছালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে জেলা প্রশাসক প্রতিষ্ঠানটির ডিস্টিলারি ইউনিটসহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

ওবায়দুর রহমান সাহেল, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কেরু অ্যান্ড কোম্পানির জিএম (প্রশাসন) আল ফারুক ওমর শরিফ গালিব, জিএম (কারখানা) সুমন কুমার সাহাসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

দামুড়হুদায় প্রবীণ ও দুর্যোগকালীন পুষ্টি বিষয়ক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে প্রবীণ পুষ্টি ও দুর্যোগকালীন পুষ্টি বিষয়ক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। “পুষ্টি বৈষম্যের দিন শেষ, গড়ব স্বনির্ভর বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মিলনায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি ইনস্টিটিউটের আয়োজনে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করা হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রবীণদের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য রক্ষায় পুষ্টিকর খাবার, বিশেষ করে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের যথাযথ সম্মান, যত্ন ও সহনশীল আচরণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বক্তারা আরও বলেন, কোনো প্রবীণ ব্যক্তি যেন খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে কষ্ট না পান, সে বিষয়ে পরিবার ও সমাজের সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ে শিশু থেকে প্রবীণ সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এমওডিসি ডা. আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরএমও ডা. মহিব্বুল্লাহ, মেডিকেল অফিসার ডা. রোখসানা খাতুন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা লীলিমা আক্তার হ্যাপী, সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হক, সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হোসনী মোবারক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাতসহ বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ।